বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ
ই-মেইল dgmsme@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং-বিকেবি-প্রকা-ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-১১(৩)/২০২০-২০২১/ ২৬৮৭(১২ খ) তারিখঃ ১২/০৪/২০২১

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখাসমূহ
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট এর এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ-২৯/০৩/২০২১ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ/প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ সহজলভ্য হলে অনেক সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। বিশ্বের অনেক দেশেই 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশেও সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে মর্মে আশা করা যায়। সহজলভ্য ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী এবং স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা আবশ্যক বিবেচনায় উপরোক্ত পত্রমূলে নিম্নবর্ণিত দুটি 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
(খ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের বাৎসরিক পরিচালন মুনাফা হতে ১% অর্থ স্থানান্তরপূর্বক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত 'স্টার্ট-আপ' পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গঠিতব্য নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা উপরোক্ত সার্কুলারে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, নতুন উদ্যোক্তা তৈরী এবং স্ব-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরন করে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে সার্কুলারটি অপর পৃষ্ঠায় হুবহু মুদ্রণ করা হলো। প্রদত্ত সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

১২/০৪/২০২১

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

নং-বিকেবি-প্রকা-ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-১১(৩)/২০২০-২০২১/ ২৬৮৭(১২৪০) তারিখঃ ১২/০৪/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

১২/০৪/২০২১
(মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

চৈত্র ১৫, ১৪২৭
তারিখঃ ----------
মার্চ ২৯, ২০২১

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন প্রসঙ্গে।

'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ/প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ সহজলভ্য হলে অনেক সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। বিশ্বের অনেক দেশেই 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশেও সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে মর্মে আশা করা যায়। সহজলভ্য ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী এবং স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত দুটি 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
(খ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের বাৎসরিক পরিচালন মুনাফা হতে ১% অর্থ স্থানান্তরপূর্বক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত 'স্টার্ট-আপ' পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গঠিতব্য নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত 'স্টার্ট-আপ' পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(১) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের পরিমাণঃ মোট ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা। তবে, ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে এ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

(২) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের মেয়াদ ঃ এ তহবিলের মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর যা আবর্তনযোগ্য (revolving)।

(৩) খাতঃ এ নীতিমালার আওতায় 'স্টার্ট-আপ' বলতে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে নতুন পণ্য/সেবা/প্রক্রিয়া/প্রযুক্তি এর উদ্ভাবন (innovation) ও অগ্রগতি (development) কে বুঝাবে। এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবিত সমাধানগুলো বিস্তৃতিযোগ্য (Scalable), ব্যবসায়িকভাবে টেকসই, বাণিজ্যিকভাবে সফল বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের উপর অনুপাতহীন আয় (Disproportionate Return on Investment) সৃষ্টি করে, যা সফল হলে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

(৪) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ঃ সকল তফসিলি ব্যাংক এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

চলমান পাতা-২

(৫) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

(i) উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত উদ্যোগ সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল হতে হবে;

(ii) আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তাকে সরকারি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি)-এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা না থাকলে উদ্যোক্তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নতুন উদ্যোগ পরিচালনার সক্ষমতা থাকতে হবে;

(iii) প্রস্তাব দাখিলের সময়ে উদ্যোক্তার বয়স কমপক্ষে ২১ হতে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর হতে হবে;

(iv) প্রস্তাবিত উদ্যোগ/প্রকল্পে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে; এবং

(v) সিআইবি রিপোর্ট অনুযায়ী আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ খেলাপি হিসেবে গণ্য হবেন না।

(৬) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক এবং 'স্টার্ট-আপ উদ্যোগ' এর ধরন বিবেচনায় গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ করা যাবে; তবে, তা ০১ (এক) বছরের বেশী হবে না। ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি নির্ধারণ করা যাবে।

(৭) ব্যাংক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়নের সুদ/মুনাফা হার ঃ

(i) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর ০.৫০% হারে সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হবে;

(ii) এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের অর্থ বা এর কোন অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট হতে অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

(৮) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার ঃ গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের বাৎসরিক সরল সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (০.৫০%+৩.৫০%) ।

(৯) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ সীমা ঃ

(i) গ্রাহক ভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১(এক) কোটি টাকা। অনুমোদিত ঋণ/বিনিয়োগ এককালীন বিতরণ করা যাবে না। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে;

(ii) একই গ্রাহক একাধিক প্রকল্প বা একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(iii) একজন গ্রাহককে এ তহবিল হতে একবারই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে। তবে, প্রকল্পের সম্ভাবনা বিবেচনায় বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ৯(i) এ বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে কম হলে ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, তা কোন ভাবেই ১(এক) কোটি টাকার অধিক হবে না।

(১০) জামানতঃ ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ অথবা কারিগরী প্রশিক্ষণের সনদ কে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

(i) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ঃ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বুঝাবে। তবে, দু'জনের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

(ii) ডিগ্রীধারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ অথবা কারিগরী প্রশিক্ষণের মূল সনদ জামানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

(১১) পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

(i) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ গ্রেস পিরিয়ড শেষে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক কিস্তিতে আদায় করা হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে আদায় করা হবে;

চলমান পাতা-৩

(ii) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(১২) ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

(i) এ তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত/যোগ্য ব্যক্তি ব্যাংকে আবেদন করার পর ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্প যথাযথ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি উচ্চ সম্ভাবনাময়, মাঝারি সম্ভাবনাময় বা কম সম্ভাবনাময় কিনা তা নির্ধারণ করবে;

(ii) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন করার পর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ঋণ প্রদান করবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(iii) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত হবে;

(iv) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নিকট স্টার্ট-আপ উদ্যোগের আইডিয়া শেয়ার করা হলে অর্থায়ন করা হোক বা না হোক তা কোন ভাবেই ডিসক্লোজ না করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে।

(১৩) রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

(i) অত্র বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জুন ও ডিসেম্বর) তহবিলের স্থিতি নিশ্চিতকরণ সনদ (Balance Confirmation Certificate) দাখিল করতে হবে;

(ii) ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার মূল্যায়ন করবে;

(iii) সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনায় তা যাতে সফল হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

(১৪) তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করবে।

(১৫) অন্যান্য শর্তাদি ঃ

(i) গ্রাহক যথাসময়ে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় শ্রেণিকরণ করতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সাব-স্ট্যান্ডার্ড মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৫%, সন্দেহজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ২০% ও মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৩০% প্রভিশন সংরক্ষণ করবে;

(ii) এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্তাদি পরিপালনসহ অন্যান্য বিষয়াদি যেমন-আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসৃত হবে;

(iii) এ তহবিলের আওতায় প্রত্যেক ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মধ্যে ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণ করতে হবে;

(iv) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে;

(v) পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পরবর্তীতে সার্কুলার লেটার আকারে জারি করা হবে।

(খ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(১) ব্যাংকসমূহ ২০২১ সাল হতে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বছর সময়ে প্রতি বছর তাদের পরিচালন মুনাফা (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী) হতে ১% হারে অর্থ 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণের লক্ষ্যে তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করবে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক বাৎসরিক হিসাব চূড়ান্তকালে পরিচালন মুনাফা হতে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত ১% তহবিল স্থানান্তর শুরু করতে হবে;

(২) ব্যাংকসমূহের নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' হতে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত উল্লিখিত 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' পুনঃঅর্থায়ন তহবিল নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

চলমান পাতা-৪

(৩) অনুচ্ছেদ নং-খ(১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ফান্ড হতে 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের অনুকূলে প্রদেয় ঋণ/ বিনিয়োগের উপর বাৎসরিক সরল সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪%;

(৪) 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে একটি নতুন হিসাব/খাত সৃষ্টি করতঃ উদ্বৃত্তপত্রে অন্যান্য দায় এর আওতায় প্রদর্শন করতে হবে;

(৫) ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' হতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। তবে, ২০২২ সালের জানুয়ারি হতে স্ব-স্ব ব্যাংকের 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' এ রক্ষিত স্থিতি হতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে;

(৬) এ তহবিলের আওতায় প্রত্যেক ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মধ্যে ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণ করতে হবে।

(গ) **'স্টার্ট-আপ ফান্ড' সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালায় বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করতে পারবে।**

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো ।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(হুসনে আরা শিখা)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২